গলায় চেনের দাগ

উত্তম ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

ডাকুবাঘ ৯

ভুলোকে ভুলো না ১৫

ভাবিয়া করিও ২১

ঝুমকি ওস্তাদের চর ২৭

জনসেবাব্রত ৩১

আকাশ কন্যা ৪০

অন্যায় যে সহে ৪৪

হোমগার্ড ৪৭

আমি বনাম আমি ৫৯

জাঁহাবাজ ফেলুদি ৬২

ফেলুদার সাথে বেড়ানো ৬৯

গলায় চেনের দাগ ৭৩

ডাকুবাঘ

গভীর রাত। তার উপর জঙ্গলের পথটা মেইন রোডের মুখ থেকে যত ভেতর দিকে গেছে ততই অন্ধকারটা কালোর পর মিশকালো, জমাট বেঁধে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। অতি বড় দুঃসাহসীরও গা ছমছম করতে বাধ্য।

ডাক-গাড়িটা একটা জরাজীর্ণ মোটর বাস ধরনের। পরিষ্কার পিচ বাঁধানো সমতল রাস্তাতেই সেটা কোঁকাতে কোঁকাতে চলে। তিন-চারবার বিকল হয়ে পড়ে। সব সময় কর্কশ ঝনঝন শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। এ হেন এক চলমান চার চাকার যন্ত্র যখন তখন আত্মহত্যা করতে পারে। বিশেষ করে যখন জঙ্গলের দুর্গম এবড়ো খেবড়ো পথে তাকে যেতে হবে।

ড্রাইভার হুকুম সিং স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে যেন কুস্তি করে চলেছে। এখন পথটাকে তার মনে হচ্ছে গামা পালোয়ান বা দারা-সিং, গাড়ি সমেত ড্রাইভার ও আরোহীদের আছাড়ের পর আছাড় মারছে। যে কোন মুহূর্তে এয়ার সুইং প্যাঁচ মেরে—অর্থাৎ শূন্যে তুলে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ফেলে দেবে রিং-এর বাইরে। চুরমার হয়ে যাবে সবাই, ড্রাইভার, আরোহীরা এবং মালপত্র।

ড্রাইভার হুকুম সিং পঞ্চাশ পেরিয়েছে। আরোহী বলতে দুজন সেপাই, বন্দুকধারী। তারা অত বয়স্ক না হলেও যথেষ্ট সতর্ক থেকেও বেশ ভয় পাচ্ছে এখন। আর মালপত্র একটাই। বড় একটা লোহার বাক্স পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়েছে তার মধ্যে। এই টাকা ভোরবেলা টাউনের পোস্ট-অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। ডাকঘরের টাকা।

একজন সেপাইয়ের কোমরে অতিরিক্ত অস্ত্র আছে—একটা মুঙ্গেরী পিস্তল। গুলি চালালে ফট-ফট-ফটাস শব্দ হয়। রতনপুর পোস্ট-অফিসের পঞ্চাশ হাজার টাকা নিরাপদে হেড-অফিসে পৌঁছে দেবার জন্য দিনের বেলাই রওনা হয়েছিল এই ডাক-ভ্যান। উদ্দেশ্য—ভেলাডিহির জঙ্গলটা যাতে ওরা দিনের আলো থাকতে থাকতে পেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের মার। গাড়িটা মসৃণ বড় রাস্তাতেও তিনবার ব্রেক ডাউন ঘটাল। হেলপার বাচ্ছাটাও আজ অসুস্থ বলে আসতে পারেনি। অগত্যা বুড়ো হুকুম সিং একাই অতি কষ্টে গাড়িটাকে সচল করেছে। কালঘাম ছুটে গেছে। বহু মেহনতের পর গাড়ি আবার সুস্থ হয়ে

খানিকক্ষণ ছুটেছে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দৌড়। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে, পরপর তিনবার। সুতরাং প্রায় চারঘণ্টার কাছাকাছি সময় নষ্ট হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গলের মুখে পৌঁছতে পৌঁছতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেই প্রবেশ পথেও শেষবারের মতো বিকল হল গাড়ি। তারমানে চতুর্থবার। শেষবার কিনা কে জানে।

পরিশ্রান্ত হুকুম সিং এখন ক্ষিপ্ত। কয়েকশো বার কর্তাবাবুদের কাছে সে মেরামতির জন্যে তদ্বির করেছে। বাবুরা শুধু—হচ্ছে, হবে, একটু ম্যানেজ করে নাও, বলেই খালাস। এদিকে ম্যানেজ করতে গিয়ে হুকুম সিং-এর জান্-হারাম হবার উপক্রম।

বনেটের ওপর ঘুঁষি মেরে গায়ের ঝাল মেটাবার চেষ্টা করে হুকুম সিং—ইয়ে গাড়ি ছোড়কে হাম ভাগ্ জায়েঙ্গে, ম্যাচিস লাগা দেঙ্গে, জ্বালা দেঙ্গে এইসা গাড়িকো। ইয়ে গাড়ি নেহি, জানকা দুশমন হ্যায়।

মুখে যতই আস্ফালন করুক, হুকুম সিং জানে শেষ পর্যন্ত সে গাড়ি ছেড়ে পালাতেও পারবে না, তাহলে চাকরি যাবে। গাড়িতে আগুন লাগাতেও পারবে না তাহলে জেল খাটতে হবে। আর এই গাড়ির চেয়ে বড় খতরনাক দুশমন এইবার নিকট ভবিষ্যতে, এই যাত্রাপথেই হাজির হতে পারে।

দুশমন! শত্রু! বেশ খতরনাক, মানে বড় রকমের বিপজ্জনক শত্রু! কে?

তার নাম গোপীলাল সর্দার। কিন্তু লোকে তাকে জানে—গোপী ডাকু নামে। এই অঞ্চলের বিশাল জায়গা জুড়ে তার রাজত্ব। সে এক মূর্তিমান ত্রাস। পুলিশ পর্য্যন্ত তাকে ভয় পায়, দু আড়াই বছর শত চেষ্টা করেও এস. পি. সাহেব তাকে ধরতে পারছেন না।

কত দারোগাকে ট্রান্সফার করলেন পুলিশের ওপরওয়ালারা। কোন ফল হল না। কারণ গোপী ডাকুর ডাকাতি ও লুটপাট, খুন-খারাপির পদ্ধতিই আলাদা। পুলিশ বারবার বোকা বলে যাচ্ছে।

গাঁয়ের লোক বলে-গোপী ডাকু যাদু জানে। সেই যাদুবলে সে নানারূপ ধারণ করে। এই তো সেদিন রতনপুরের মেলায় সে এক সাধুবাবা হয়ে দুদিন কাটিয়ে গেল। পুলিশ খবর পেয়েও তাকে ধরতে পারল না। চিনতেই পারল না। বরঞ্চ কেউ কেউ বলে সাধুবাবাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছে কিছু সেপাই— হে সাধুজী আশীর্বাদ দাও, গোপীডাকুকে যেন পাকড়াতে পারি।

সাধুজীও আশীর্বাদ করেছেন—হাঁ আশীর্বাদ দেতা হুঁ, ভগবান তুমলোগকো বুদ্ধি দে!

বলাবাহুল্য, পুলিশ পরে টের পেয়েছিল—সেই সাধুজীই আসলে গোপীডাকাত, কিন্তু ততক্ষণে সে হাওয়া।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

গোপীডাকু সব চেয়ে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য যে রূপটা মাঝে মাঝে ধারণ করে—সেটা বাঘের রূপ।

গোপীডাকাত বাঘ সাজে না। নিজেকে নাকি সত্যিকারের বাঘে রূপান্তরিত করতে পারে। বাঘ হয়ে যায় গোপী ডাকু এবং সেই রূপে জঙ্গলের পথে ডাকাতি করে। বিশেষ করে মোটরবাস যাত্রী, প্রাইভেট গাড়ি ও ডাকের ক্যাশবাক্সবাহী ভ্যানের ওপর। পুলিশের জীপ টহল মেরে কোন বাঘের অস্তিত্ব দেখেনি।

দেখবে কি করে? ওতো বাঘ না। গোপীডাকু, যাদু জানা গোপীডাকু। যাদুকর ডাকাত। যাদের সর্বস্ব গেছে, যারা লুণ্ঠিত হয়েছে—কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরেছে, তারা জানে-কেমন করে এক ভয়ঙ্কর বাঘ হঠাৎ টিলার ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করেছে।

দারোগা সাহেবরাও প্রথমে এসব আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। পরে দু-একজন সেপাই-এর মুখে এমন 'কাহিনী' শুনে কর্তাব্যক্তিরা তদন্তদল পাঠিয়েছিল। তারা মানে অরণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও শিকারীর দল সদ্য একটা ডাকাতি-হয়ে যাওয়া জায়গা দেখে এসে বলেছে—হ্যাঁ, বাঘ এসেছিল বলে মালুম হচ্ছে। বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে এবং তার ছবি তুলেও আনা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—সত্যিকারের বাঘই হামলা করেছিল সেই বরযাত্রীদল বোঝাই বাসটার ওপর।

তাহলে ডাকাতির রহস্যটা কি? বাঘ না গোপী ডাকু?

লোকে বলে—বাঘই গোপীডাকু অথবা গোপী ডাকুই বাঘ। এরা আলাদা-আলাদা কেউ নয়।

তাই গোপীডাকুর আরেক নাম ডাকুবাঘ।

...আজ সন্ধ্যেবেলা গাড়ি মেরামতের পর শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে রুটি খেতে খেতে হুকুম সিং আর বন্দুকধারীরা এসব কথাই আলোচনা করছিল। ওরা চাইছিল জঙ্গলে না ঢুকে এই খানেই রাস্তার মুখে রাতটা কাটিয়ে দিতে। কিন্তু সম্ভব নয়, টাকা রয়েছে। গোপীডাকু বা ডাকুবাঘ এখানেও হামলা করতে পারে।

তাছাড়া ওপরওয়ালার অর্ডার, ওরা মাঝপথে 'হল্ট' করলে ডিউটির অন্যথা হবে, শাস্তি হবে। সেই শাস্তিও ডাকাতের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। নোকরি খতম বা জেল, তার চেয়ে বোধহয় ডাকুবাঘের মোকাবিলা করা অনেক ভালো। একবারেই মৃত্যু, তিলে তিলে নয়।

খাওয়া শেষে একজন সেপাই বলে—চলো ভাই, বরাতে যা আছে হবে।

আরেকজন বলে—হ্যাঁ আমরা মরলে ঘরওয়ালী, বাল-বাচ্চারা কুছ না কুছ পাবে। কিন্তু নোকরি গেলে সবাই মরব।

চমকে ওঠে হুকুম সিং—হাঁ, হাঁ, ঠিক বাত্। চলো, ইসসে আচ্ছা—ডাকুবাঘকা পেটমে যাও।

গাড়ি স্টার্ট নেয়, পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্যাশবাক্স নিয়ে ওরা জঙ্গল পথে রওনা হয়।

॥ ২ ॥

জঙ্গল পথে মাঝরাতে ঝড় উঠল। শাল, শিশু আর সেগুনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অন্য সময়ে বা সুস্থির মনে অনেক দৃশ্য উপভোগ করা যায়—যেন একটা মায়ার খেলা চলছে চারিদিকে। জঙ্গলের ভিতরে মিঠুয়া বস্তির ওরাঁওদের মাদলের শব্দ শোনা যায়, আর তার সাথে সাথে আদিবাসী নাচুনী মেয়ের দল গান গায়। বন পথে যেতে যেতে এইসব মিলে একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু সব কিছু মাটি হয়ে যায় ও গোপীডাকু বা ডাকুবাঘের ভয়ে। সব কিছু ছাপিয়ে ভয়ের একটা কালোছায়া সমস্ত আনন্দ-উপভোগের সম্ভাবনা শেষ করে দেয়।

তার উপর ঝড়। শাল, শিশু আর সেগুনের দল মাথা উঁচু করে সেই ঝড় রোখার চেষ্টা করে। কিন্তু বুনোলতা আর অন্যান্য নরম গাছের দল যেন মরণ ধাক্কায় দুলতে থাকে। রাস্তার রুখামাটির গর্তের ওপর দিয়ে হুকুম সিং-এর নড়বড়ে গাড়িও আর্তনাদ করতে করতে আহত আর্তের মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটতে থাকে।

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই মাঝরাত হয় এবং ঝড় ওঠে। সবাই ওরা ইষ্টনাম জপছিল।

একজন সেপাই বলে—মনে হচ্ছে এ যাত্রা উতরে যাব। ঝড় এসেছে, তাই ডাকুবাঘ এখন আসবে না।

আর একজন বন্দুক আঁকড়ে মন্তব্য করে—আরে, নারে ভাই, কথায় বলে—দুর্ভাগ্য একা আসে না। দেখিস ঝড় এসেছে, বাঘও আসবে।

সত্যি ঝড়টা যেন বার্তা বয়ে আনছে—সাবধান, সাবধান। তুফান আসছে। আমি সেই ঘোষনা করে যাচ্ছি, পথ ছাড়ো সবাই, পথ ছাড়ো! সাবধান।

স্টিয়ারিং ধরে হোঁচট সামলাতে সামলাতে আর হেডলাইটের আলোয় উড়ন্ত বুনোপাতার ঝাঁক দেখতে দেখতে হুকুম সিং-ও শেষ লড়াই চালাচ্ছিল। একজন সেপাই জিজ্ঞেস করল-ড্রাইভারজীর কি মনে হচ্ছে? আমরা উতরে যাব না?

তার কথা শেষ হবার আগেই বিশাল গর্জন। সেই গর্জনে ভূমিকম্পের সাথে যেন আকাশকম্প শুরু হল। থরথর করে কাঁপছে সারা বনভূমি। হেডলাইটের আলোতে চকিতে একটা কালো হলুদ ডোরাকাটা ভয়াল যেন চরম আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির দুর্বল বনেটের ওপর। ভালো করে তাকে দেখার আগেই দক্ষ লড়াকুর মতো থাবার আঘাতে চুরমার করে দিল গাড়ির হেডলাইট। তার গর্জনের মধ্যে কাঁচভাঙার মৃদু কান্না শোনাই গেল না। ঝড়ের দাপটে অথবা সেই ভয়ঙ্করের আস্ফালনে মুহূর্তের মধ্যে ফালি ফালি হয়ে উড়ে গেল গাড়ির মোটা কাপড়ের ছাদ। হুকুম সিং স্টিয়ারিং জড়িয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। একজন সেপাই-এর হাতের বন্দুক খসে গেছে। আরেকজন আন্দাজে কোন দিকে না তাকিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ে বসল—গুড়ুম।

মিশকালো অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমন অন্ধকারে চোখের সামনে নিজের হাতও দেখতে পায় না কেউ। শুধু কানে শোনা যাচ্ছে নানা ধরনের শব্দ ঝোড়ো বাতাসের শন্‌শন্ আর ব্যাঘ্রনাদের গর্জন আর চূর্ণ-বিচূর্ণ গাড়ির যান্ত্রিক মরণের আর্তনাদ।

যে সেপাই গুলি চালিয়েছিল, সেই অবতার সিং কাঁধের ওপর হঠাৎ এক একটা বজ্র-থাবার চাপড়। মনে হল, কলার-বোন ভেঙে গেল। অন্ধকারেই রাস্তার পাথুরে কাদার ওপর ছিটকে পড়ল সে। বাঁ হাত দিয়ে কোমরের কাছে মুঙ্গেরী পিস্তল খুঁজতে গিয়ে পেল না। কাঁধের কাছটা ভিজে উঠেছে বুঝতে পারল এবং সেটা যে রক্তে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আরেক সিপাই দুবেজী যেন মরণ বাঁচন লড়াই-এর মধ্যে হাতড়ে বন্দুকটা পেল। ট্রিগারে পৌঁছল তার আঙুল, কিন্তু অন্ধকারে গুলি চালালে কার গায়ে লাগবে কে জানে। সেও রাস্তায় ছিটকে পড়ে আছে, আর অন্ধকারের শূন্যে বন্দুক তাক করে অপেক্ষা করছে।

দুটো মাত্র ইন্দ্রিয় এখন কাজ করছে—তার জন্য স্পর্শ এবং শব্দ, এই দুটোই তার সম্বল। রাম নাম স্মরণ করে দুবেজী বন্দুক হাতে স্থির হয়ে রইল।

এইবার টের পেল দুবেজী—চার পাঁচজন লোক এসে জুটেছে আসে পাশে এবং তারা স্বচ্ছন্দে ক্যাশবাক্সটা। তুলে নিয়েছে। দুবেজীর আন্দাজে সাহায্য করার জন্য বোধহয় পর পর দুবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সারা আকাশ উদ্ভাসিত করে, সেই উজ্জ্বল রুপোলি আলো জঙ্গলের আঁধার ভেদ করে এই যুদ্ধস্থলটাকে স্পষ্ট করে তুলল।